# মনের মতো সালাত

**মূল**
ড. খালিদ আবূ শাদী

**অনুবাদ**
আহমাদ ইউসুফ শরীফ

**সম্পাদনা ও সংযোজন**
ডা. শামসুল আরেফীন
আহমাদ ইউসুফ শরীফ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

# সূচিপত্র


৯ সম্পাদকের ডেস্ক

১৬ প্রারম্ভিকা

২০ ইসতিগফার

২২ মধু আহরণের নির্দেশিকা

১. সালাতের স্থিরতা সালাতের আগেই | ২২
২. আযানের সুযোগটি কাজে লাগান | ২৩
৩. উপযুক্ত স্থান ও সময় | ২৪
৪. বৈচিত্র্য: ধরে রাখে মনকে | ২৫
৫. সালাতে কুরআন: হোক অল্প, কিন্তু যথাযথ | ২৭
৬. দ্রুত, না ধীর: বেছে নিন | ২৭
৭. নিশুতি রাতে একান্তে | ২৮
৮. ঈমান বাড়ান, খুশুও বাড়বে | ২৯
৯. উৎসাহ ও উদ্যমের পারদ ঊর্ধ্বমুখী রাখুন | ৩২
১০. আসবে জোয়ার-ভাটা | ৩২
১১. সালাতের জন্য অবসর 'করে' নিন | ৩৩

৩৫ ওযু: দরোজার চাবি

৪০ সালাত: দাসত্বের মহিমা

মাসজিদে গমন | ৪০
কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো | ৪২
সানা পাঠ | ৪৭
ইসতিআযাহ | ৫১

৫৪ রুকুতে নতশিরে

রুকুর তাসবীহ | ৫৬
রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো | ৬৭

৭১ **সিজদার ঠিকানায়**

সিজদায় জরুরি ছয়টি বিষয় | ৭২
সিজদার যিকর ও দুআ | ৮১
আলোকদ্যুতি: সালাফদের সিজদাহ | ৮৬
দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময় | ৮৮
একই কাজের পুনরাবৃত্তি | ৯২

৯৪ **সালাতের প্রাণ: খুযু ও খুশু**

খুযু: দেহের স্থিরতা | ৯৬
খুশু: অন্তরের স্থিরতা | ৯৭
একটি সুস্পষ্ট হাদীস | ৯৮
সালাতে মনযোগী হওয়ার মূলমন্ত্র | ৯৯

১০২ **কালামুল্লাহ'র মায়ায়**

তিলাওয়াত | ১০২
সূরা ফাতিহা | ১০৫
আমীন পাঠ | ১৩৫

১৩৭ **ধ্যানমগ্ন বৈঠক**

তাশাহহুদ-তাহিয়্যাত | ১৩৭
দরুদে ইবরাহীম | ১৪৩
দরুদ পরবর্তী দুআ | ১৫০
সালাম ফিরানো | ১৫৩

১৫৪ **বৃষ্টি শেষে**

১৫৮ **সালাতের নির্যাস**

এক নজরে সালাত | ১৬০
আলোকদ্যুতি: সালাফদের সালাত | ১৬৮

১৭২ **আমি সালাত বলছি**

# প্রারম্ভিকা

إِنَّ الْحَمْد للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلُلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে আমাদের অন্তরের যাবতীয় অকল্যাণ এবং মন্দ কর্ম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

> *“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো, এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।*[১]

তিনি আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

[১] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১০২।

*“হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস (ব্যক্তি) থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো। আর ভয় করো রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[২]*

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

*“হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহ ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।[৩]*

## আর কতো!

হামদ, সানা ও মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কিছু বাণী উল্লেখের পর এবার মূল কথায় আসি। একটু ভেবে দেখুন তো, ক্ষুদ্র এই জীবনে সালাত নামক রণাঙ্গনে কতশত বার আপনাকে পরাস্ত করেছে বিতাড়িত শয়তান? কতবার সে সালাত থেকে আপনার মনোযোগ সরিয়ে দিগ্বিদিক নিয়ে গেছে? আর নিজের সঙ্গীসাথিদের কাছে নিজের বিজয়ের গল্প শুনিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে! ভাই আমার, কখনো কি নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করেছেন—

- কতবার সালাত শেষ হয়ে গিয়েছে, অথচ (মন কোথায় ছিল তা) আপনি টেরই পাননি?
- কতবার সালাতে মনোযোগ না থাকা-কে আপনি হালকা ভেবে উড়িয়ে দিয়েছেন?
- কতবার এমন হয়েছে যে, সালাত আদায় করাটা খুব কঠিন আর ক্লান্তিকর মনে হয়েছে?
- কতবার আপনি গাফলতির সাথে সালাতে দাঁড়িয়েছেন, আর রাজ্যের আলস্য আর উদাসীনতা দিয়ে নিজেই শয়তানকে স্বাগত জানিয়েছেন?

---

[২] সূরা নিসা, ৪ : ১।

[৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বললেন, 'আমার চক্ষুর শীতলতা রয়েছে সালাতে।'[৪] আপনি কি কখনো সেই স্বাদ আস্বাদন করেছেন? আপনার উত্তর যদি 'না' হয়ে থাকে তবে আমার কামনা যে, আল্লাহ তাআলা এই বইটি আপনার হাতে পৌঁছে দিক। তাঁরই অনুগ্রহে বইখানি হয়তো আপনাকে উদ্ধার করবে এই উদাসীনতার চক্রব্যূহ থেকে। হয়তো এই বইয়ের হাত ধরেই আসবে 'সালাতের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ'-এর প্রদীপ্ত এক মানসিক অভ্যুত্থান, ইস্পাতদৃঢ় হয়ে উঠবে আপনার ঈমান ও অন্তর্দৃষ্টি। এই বইটি হয়তো আপনাকে ফিরিয়ে দেবে সালাতের সেই হাজার বছর পুরোনো স্বাদ, যার মূর্ছনায় হারিয়ে যেতেন আমাদের সালাফগণ। আমাদের আলোচনা অনুযায়ী আমল করে আমরা শয়তানকে কাঁদিয়ে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। আপনি নিশ্চয়ই চান, আপনার সালাত দেখে রক্তক্ষরণ শুরু হোক চিরশত্রু শয়তানের হৃদয়ে। অতএব, আর দেরি না করে এক্ষুণি বাড়িয়ে দিন আপনার হাত।

প্রথমত বইটি আমি আমার নিজের জন্য রচনা করেছি, যাতে আমার নিজের সালাত ঠিক হয়। পাশাপাশি সেসব সালাত আদায়কারী ভাইবোনদের জন্যও, যারা আমরা সালাত পড়ি ঠিকই, কিন্তু সালাতের উদ্দেশ্য অধরাই রয়ে যায়। আপনি দেখবেন মাসজিদে মুসল্লিদের ব্যাপক ভিড়। বাস্তবতা হলো, আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ খুশুর সাথে সালাতের কিয়াম-রুকু-সিজদাহ আদায়কারীর সংখ্যা খুবই কম। সালাতের প্রকৃত স্বাদ নেয়ার আগ্রহ তো আরও কম, কেমন যেন দায়মুক্তির আগ্রহই বেশি ফসল ঘরে উঠানোর চেয়ে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উঠিয়ে নেওয়া হবে, তা হলো খুশু।'[৫]

এই হাদীসের বাস্তবতা ধরা পড়েছে উমর ﵁-এর এক বাণীতে। তাঁর খিলাফাতকালের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এখন তো হাজ্জে আগমনকারী সওয়ারী দেখা যায় অনেক। কিন্তু প্রকৃত হাজী কম।' একজন খলীফাতুর রাশিদের সময়েই যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে আমাদের এই সময়ে তা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে? ভাবা যায়! এখন তো ইবাদাতকারীর সংখ্যা ঠিকই বেড়ে চলেছে, কিন্তু খুশু, মানে ইবাদাতে নিবিড় একাগ্রতা কমে যাচ্ছে। কমে গেছে, একেবারেই কমে গেছে।

## যে আশায় বুক বেঁধেছি!

বক্ষ্যমাণ বইটি দ্বারা আমি যা আশা করছি, তা শুধু খুশু-ই না, বরং খুশুর চেয়ে অনেক

[৪] তাবরানি, মু'জামুল আওসাত, ৫২০৩; আনাস বিন মালিক ﵁ হতে; বাইহাকি, সুনানুল কুবরা, ১৩৪৫৪। সনদ হাসান গরীব।

[৫] আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৭৭৩। আবূদ দারদা ﵁ হতে। মুনযিরী বলেন এর সনদ হাসান, হাইসামী তার মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৩৬-এ একই কথা বলেছেন।

বেশি কিছু। বইটির মূল আলোচনা সালাত-কেন্দ্রিক হলেও সালাতের আগে ও পরের কিছু বিষয়েও আমি নজর রেখেছি, যার প্রভাবে সালাতও প্রভাবিত হয়। মোটাদাগে আমার সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটু তুলে ধরছি—

১. প্রত্যেক পাঠক যেন নিজের যাবতীয় ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ওপর মহান রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, তাঁর আদেশ ও নিষেধের এক চুল ব্যত্যয় না ঘটে।

২. পাঠকের অন্তরে আত্মপ্রত্যয়ের বীজ বপন করতে চাই। কেউ আপনার বিষয়টি গুরুত্ব দিক বা না দিক, আপনার যেন প্রকৃত খুশু হাসিল হয়ে যায়। মনে রাখবেন, আপনার পরিচিত পরিবেশে হয়ত আপনি একাই খুশু হাসিলের জন্য সময় ব্যয় করছেন। দমে যাবেন না। আপনার মাসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র, গ্রাম কিংবা পুরো শহরে আপনিই হতে পারেন খুশু আদায়ের জন্য একমাত্র মেহনতকারী। আপনার আত্মপ্রত্যয় তখন আপনাকে নিজ লক্ষ্যে দৃঢ়পদ রাখবে। পুরো জগত একদিকে চলে গেলেও আপনি লক্ষ্য থেকে হটবেন না। চারপাশের অন্তরগুলোতে আঁধার ছেয়ে গেলেও জ্বলজ্বল করে আলো দেবে আপনার অন্তর।

৩. একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় ও বিনম্র জীবনযাপনের মাধ্যমে উম্মাহর পুনঃজাগরণে যুক্ত করতে চাই প্রত্যেক পাঠককে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, নিষ্কলুষ অন্তরে সত্যিকারের দুআ ও চেষ্টার মাধ্যমে আসমানের দরোজায় কড়া নাড়া। যাতে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যাকাশ হতে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ কেটে যায়।

৪. সালাত কোনো সাধারণ আয়োজন বা আনুষ্ঠানিকতা নয় যে, দিনের মধ্যে এক বা একাধিক ঘণ্টা তাতে ব্যয় করে দিলেই দায় সেরে গেল। বরং সালাতের উদ্দেশ্য সঠিক পদ্ধতিতে এবং নিয়ম মেনে সংক্ষিপ্ত কিছু বিষয় পালন করা, যা আপনার জীবন যাপনের মূলধারাকে শুধরে দেবে। জীবনের লক্ষ্যে এনে দেবে সঠিক পথের দিশা।

আশা করি বইটির পেছনে যে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, পাঠক তা ধরতে পেরেছেন। এবার দেখার বিষয় যে, পাঠক হিসেবে বইটিতে উল্লেখিত বিষয়গুলো আপনার ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে! আল্লাহ সকলকে কবুল করুন। আমীন।

আপনার সালাত পরবর্তী দুআয় স্মরণপ্রত্যাশী

ড. খালিদ আবূ শাদী

# মধু আহরণের নির্দেশিকা

এই পৃষ্ঠা কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একে আপনি সালাতের একরকম 'সাধারণ নির্দেশিকা' বলতে পারেন। যে বিষয়গুলো আপনি ইতোমধ্যেই জানেন বা সামনে জানবেন, সেগুলোকে কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে, সেটি এখানে আলোচনা করব আমরা। চলুন তবে কথা না বাড়িয়ে প্রবেশ করি আমাদের নির্দেশিকায়।

## ১. সালাতের স্থিরতা সালাতের আগেই

পুরো বইটি পড়ার পর সালাত সম্পর্কে আপনি যা কিছু জানবেন, সেগুলো আমলে বাস্তবায়নের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আপনার মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করবে। আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে: একদম তাড়াহুড়ো নয়, বরং যথেষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে আমরা সালাত আদায় করব। আর (হাদীসের ভাষায়) সালাতের মধ্যে কোনো প্রকার ফাঁকিবাজি নয়। সালাতের ভেতর তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা আপনার সালাতের খুশু তথা একাগ্রতা ছিনিয়ে নেবে। সালাত জীবনের সকল ক্ষেত্রে বারাকাহ'র চাবি; এর মাঝে এমন অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপকার রয়েছে, যা কেবল সঠিকভাবে সালাত আদায়কারীগণই উপলব্ধি করতে পারেন। আপনি যথাযথভাবে সালাত আদায়ের আগ পর্যন্ত তা অনুভব করতে পারবেন না। সুতরাং অস্থিরমতি নয়, সুস্থির হোন। শরীরকে স্থির আর মনকে প্রশান্ত করে সালাত আদায় করুন। মনে রাখবেন, জীবনযাপনে প্রশান্তি-স্থিরতার দীক্ষাই কিন্তু সালাত আপনাকে দিতে চায়।

আর এই স্থিরতা শুধুমাত্র সালাতের ভেতরভাগেই নয়। বরং সালাতের সময় হওয়ার পর থেকে সালাতে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্তও, অর্থাৎ সালাতের আগের সময়টাতেও আনা চাই। আযানের জওয়াব দেয়া, অপচয় না হয়—সেদিকে খেয়াল রেখে পরিপূর্ণ ওযু করা, দৌড় না দিয়ে শান্তভাবে মাসজিদে আসা, সময় থাকলে দু রাকাআত সালাত পড়া—এসবই সালাতের পূর্বে স্থিরতার প্রয়োজন নির্দেশ করে। আবূ হুরায়রা ﷺ হতে

বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> *“সালাতের জন্য ইকামাত দেয়া হয়ে গেলে তোমরা তাড়াহুড়া করে সালাতে এসো না। বরং ধীরস্থিরভাবে আসো। অতঃপর ইমামের সাথে যতটা সালাত পাও তা আদায় করো। আর যতটা না পাবে তা পূরণ করে নাও। কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা (নিয়ত) করে আসে, তখন সে সালাতরত থাকে বলেই গণ্য হয়।*[৬]

হাদীসের ভাষ্যমতে সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তিও সালাতরত ব্যক্তির সমতুল্য। সালাতের ভেতর যা কিছু পরিত্যাজ্য, সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণকালেও সেসব থেকে নিবৃত থাকাই উত্তম, যেহেতু আগের সময়টুকুতেও আমি যেন সালাতেই আছি। এই শান্ত প্রস্তুতির প্রভাব গিয়ে পড়বে আপনার সালাতে।

হন্তদন্ত হয়ে এসে সালাতে দাঁড়াবেন না। এতে আপনার শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততার সাথে চিন্তাভাবনাও উঠানামা করতে থাকে। আপনাকে গ্রাস করে নেবে বিক্ষিপ্ত সব ভাবনা। সালাত-পূর্ব সময়টাতে শারীরিক-মানসিকভাবে অস্থির থাকলে সালাতের ভেতরেও আপনি অস্থিরচিত্ত থাকবেন। আগের এই সময়টিতে খানিকটা ধীরতা-স্থিরতা বজায় রাখলে সালাতে গিয়ে যে অনুভূতি আপনি পাবেন, পড়িমরি করে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে তা চিন্তাই করা যায় না।

## ২. আযানের সুযোগটি কাজে লাগান

আযানের ধ্বনি কানে আসামাত্র সালাতের জন্য উঠে দাঁড়ান। প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করুন। এতে করে ঠিক আগের সময়টিতে পার্থিব চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে আখিরাতের ভাবনায় ডুব দেয়ার এক অপার্থিব সুযোগ আপনি পাচ্ছেন।

- ➡ আযানের সাথে সাথে আযানের জবাব দেয়া শুরু করুন। সম্ভব হলে আযানের পর আর নতুন করে কোনো ব্যস্ততায় জড়াবেন না।
- ➡ দ্রুত হাতের কাজ স্থগিত করে সালাতের অন্যান্য প্রস্তুতির পেছনে লেগে যান। প্রাকৃতিক প্রয়োজন, পাক পোশাক, ওযু এসব সেরে নিন এবং সালাতের স্থানে চলে যান।
- ➡ সময় থাকলে নফল সালাত বা দুআ-যিকরে মগ্ন হোন। আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ কবুল হয়।[৭]

যে জিনিস ঠিক হলে আপনার জীবন গোছালো হয়ে যাবে, সকল সমস্যার সমাধান যে

---

[৬] মুসলিম, ৬০২, আস-সহীহ; ইফাবাঃ ১২৩৫।

[৭] সহীহ ইবনু খুযাইমা, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭; তিরমিযি, ৩৫৯৪।

জিনিস, তার জন্য সময় দিতে হবে বৈকি। এ তো রেস্টুরেন্ট না যে, ঢুকলাম আর অর্ডার করলাম। আমাদের ডেডিকেশনই আল্লাহ দেখতে চান। আমাদের চেষ্টাটুকু আল্লাহকে দেখালেই, আল্লাহ উত্তম বদলা দেবেন। সালাতকে সুন্দর করার জন্য আপনার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা, তার বদলাস্বরূপ আল্লাহ আপনাকে সেই ফিলিংস উপহার দেবেন। আল্লাহ এটাই দেখবেন যে, আপনার চেষ্টা রয়েছে, বান্দা চেষ্টা করছে। এটাই আল্লাহর পদ্ধতি।

এই যে একটু আগেই এলেন সালাতের জন্য, এর ফলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের সুযোগ মিলবে আপনার।

এক, সালাতের জন্য অপেক্ষায় সালাতেরই সাওয়াব পেতে থাকবেন।

আর দুই, ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর ধরার সুযোগ পাবেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> *“কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামাআতে সালাত আদায় করতে পারলে তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়, জাহান্নাম হতে নাজাত এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি।*[৮]

## ৩. উপযুক্ত স্থান ও সময়

উত্তম স্থানে উত্তম সময়ে সালাত আদায়ের স্বাদ অতুলনীয় এক অনুভূতি সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন, অন্য যেকোনো স্থানের তুলনায় মাসজিদে সালাত আদায় করলে মানসিক স্থিরতা ও পবিত্রতার এক অন্যরকম আবেশ ছুঁয়ে যায়। অতিরিক্ত কিছুটা আশারও সঞ্চার ঘটে সালাত কবুল হওয়ার ব্যাপারে, তাই না? বিশেষ করে পবিত্র কাবার সামনে কিংবা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা-ঘেঁষা মাসজিদে যদি সালাত আদায়ের সুযোগ মিলে যায়, তবে তো কথাই নেই।

এমনিভাবে বিশেষ বিশেষ সময়ে সালাত আদায় করাও চমৎকার কিছু অনুভূতি এনে দেয়। যেমন, রমাদানের রাতে কিয়ামুল লাইলের আমেজ। কিংবা রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফরত অবস্থায় কিয়ামুল লাইল। রমাদান ও ইতিকাফের দিনগুলোতে নিবিষ্টচিত্তে সালাত ও অন্যান্য ইবাদাত হৃদয়গহীনে এক রত্নভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দেয়, যে গুপ্তধন এতকাল অচেনাই রয়ে গেছে। এই সময়টাতে আমরা তার স্বভাবজাত প্রবৃত্তির পিছুটান (খাওয়া ইত্যাদি) থেকে মুক্ত হয়ে সহজেই ইবাদাতে ফোকাস করতে

---

[৮] তিরমিযি, ২৪১; সহীহাহ, ১৯৭৯।

পারি। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, সালাত-সহ অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রেও কিছু বারাকাহপূর্ণ স্থান-কাল-পাত্র রয়েছে; যেখানে কিছুটা বেশি বারাকাহর অনুভূতি মেলে।

দেখবেন, ওয়াক্তের শুরুতে সালাত আদায় করলে স্বাদ ও মনোযোগের সাথে পড়া হয়, অলসতা করে ওয়াক্তের শেষের দিকে পড়লে দায়সারা গোছের সালাত হয়। এমন সালাতকে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মুনাফিকের সালাত' বলেছেন।[৯] এজন্য পুরুষ আযান ও জামাআতের জন্য অপেক্ষা করবে, কিন্তু ঘরে নারীরা আযানের অপেক্ষা করবেন না, আউয়াল ওয়াক্তেই সালাত আদায় করবেন। উম্মু ফারওয়া ﵂ থেকে বর্ণিত: নবিজিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা।[১০] আর পুরুষের জন্য মাসজিদে জামাআতে সালাত আদায়ের সাওয়াব তো বলাই বাহুল্য। হাদীসে কোথাও ২৭ গুণ, কোথাও ২৫ বার ২ গুণ সাওয়াবের সুসংবাদ এসেছে। এরপরও আমরা এমন পাগলের অধম যে, নিজের ভালোও বুঝি না।

## ৪. বৈচিত্র্য: ধরে রাখে মনকে

একই কাজ বারবার করতে থাকলে একঘেয়েমি পেয়ে বসা খুবই স্বাভাবিক। খুব জলদি একঘেয়েমির কবলে পড়ে মানুষের মন। সালাতে একঘেয়েমি ভাব চলে আসার একটা অন্যতম কারণ হলো, আমরা নির্দিষ্ট কিছু দুআ ও যিকর-ই বুঝে-না বুঝে বারবার পাঠ করি। ফলে সালাতের ভেতর নির্লিপ্ততা জেঁকে বসে, উদাসীনতা পেয়ে বসে। সালাতের ভেতর যে খুশু তথা একাগ্রতা প্রয়োজন তা হারিয়ে যায়। মুখে তিলাওয়াত-তাসবীহ চলে, আর ওদিকে মন পড়ে থাকে দোকানে-অফিসে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সালাতের স্বাদই ভুলে গেছি।

এক্ষেত্রে আমরা যা করব, একঘেয়েমির অস্বস্তি থেকে সালাতকে হিফাযত করতে সালাতে পড়ার মাসনুন (সুন্নাহ-সম্মত) দুআ ও যিকর কয়েকটি করে শিখে নেবো। যেমন, রুকুতে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকগুলো তাসবীহ পড়েছেন, যার মাঝে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা কেবল সেই একটাই জানি। উকবা বিন আমির ﵁ থেকে বর্ণিত,

> *"যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ( অর্থাৎ তুমি তোমার মহান রবের নামে তাসবীহ পাঠ করো) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এটিকে রুকুর তাসবীহ বানিয়ে নাও। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ*

[৯] মুসলিম, ১৯৫-৬২২।

[১০] সুনানু আবী দাউদ, ৪২৬; তিরমিযি, ১৭০।

*سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى নাযিল হলো তখন বললেন, তোমরা এটিকে তোমাদের সাজদার তাসবীহ বানিয়ে নাও।*[১১]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

*"তোমাদের কেউ যখন রুকু করে তখন সে যেন তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ বলে। আর এটি হলো সর্বনিম্ন সংখ্যা। আর যখন সাজদাহ করবে তখন যেন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى তিনবার বলে। আর এটি হলো সর্বনিম্ন সংখ্যা।*[১২]

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সালাতগুলোতে রুকু-সাজদায় নিম্নে তিনবার করে তাসবীহ তথা সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম ও সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়া সুন্নাত। কোনো কারণ ছাড়া এমনিতে পরিত্যাগ করা মাকরূহ। এর সাথে অন্যান্য তাসবীহগুলো ইমাম ও একাকী ফরয সালাত আদায়কারী পড়তে পারবেন। তবে ইমাম যেন এগুলো পড়তে গিয়ে সালাত দীর্ঘায়িত না করেন, নবিজির নিষেধ আছে; কেননা মুক্তাদীদের মাঝে রোগী-দুর্বল-শিশুরা থাকতে পারে। আর ইমামের পেছনে মুক্তাদীও পড়তে পারবেন, শর্ত হলো এগুলো পড়তে গিয়ে ইমামের অনুসরণ যেন না ছোটে, কেননা ইমামকে অনুসরণ ওয়াজিব। দেখা গেল ইমাম সিজদায় চলে গেছে, আপনি এখনও রুকুর তাসবীহ পড়ছেন, এমন যেন না হয়। তবে হানাফি ফকীহগণের মতে, এই অতিরিক্ত তাসবীহ ও দুআগুলো সুন্নাত-নফল সালাতের জন্য প্রযোজ্য। ফরয সালাতে পড়লে সমস্যা নেই, তবে ওপরের শর্তগুলো সাপেক্ষে।[১৩]

সালাতে একটি দুআ-ই বারবার পড়ার দরুন শয়তান অবচেতন মনে আওড়ানোর বদ অভ্যাস গড়ে দেয়। এই নির্লিপ্ততা কেটে যাবে যদি একই রুকুতে একাধিক তাসবীহ পড়তে পারি; তাসবীহ পরিবর্তনের সময় ফিরে আসবে হারানো খেয়াল। সেই সাথে এসব দুআ ও যিকরের অর্থের প্রতিও গভীর মনোযোগ দিন। এক রাকাআতেই সব দুআ-যিকর পড়ে ফেলতে হবে, এমন নয়। বরং কোন রাকাআতে কোন রুকনে মূল তাসবীহের সাথে অতিরিক্ত কী কী পড়বেন তা ঠিক করে নিন।[১৪] কিছুটা বৈচিত্র্য এনে উপভোগ্য করে তুলুন, প্রাণবন্ত রাখুন আপনার সালাতকে।

এতে আপনার সালাত আরও সাদৃশ্যপূর্ণ হবে নবিজির মহিমান্বিত সালাতগুলোর

---

[১১] সুনানু আবী দাউদ, ৮৬৯; ইবনু মাযাহ, ৮৮৭।

[১২] সুনানু আবী দাউদ, ৮৮৬; তিরমিযি, ২৬১।

[১৩] মুফতি দানিয়াল মাহমুদ, রুকু-সাজদায় তাসবিহাত ও দুআ প্রসঙ্গে, islamask.net

[১৪] যেমন নফল সালাতে রুকু-সিজদায় বিভিন্ন রকম তাসবীহ পড়া যায়। সিজদায় আরবিতে দুআ করা যায়। বৈঠকে দরুদের পর আরবিতে দুআ করা যায়।

সাথে। প্রতিটি রাকাআতে, প্রতি মুহূর্তে নববি ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আপনার সালাতের ভেতর-বাহির। ইনশা আল্লাহ।

## ৫. সালাতে কুরআন: হোক অল্প, কিন্তু যথাযথ

সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য দ্রুত কুরআন পাঠ করা নয়, বা একবারেই বেশি বেশি পাঠ করে কুরআন খতম করা নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, আপনি সামর্থ্য অনুযায়ী অল্প অল্প করে পাঠ করুন। যেটুকু পাঠ করছেন, তার অর্থ ও মর্ম জেনে পাঠ করুন। এই পদ্ধতি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আপনাকে বহুদূর নিয়ে যাবে। চেষ্টা করুন আজ থেকেই।

সালাতে কুরআন আপনি অল্পই পড়ুন, কিন্তু যথাযথ মাখরাজ (উচ্চারণ) এর দিকে গুরুত্ব দিন। সঠিক মাখরাজে পড়ার চেষ্টা আপনাকে সচেতন করে রাখবে, সালাতে ধরে রাখবে।

চেষ্টা করুন নতুন সূরা মুখস্ত করতে। একই সূরা দিয়ে পড়তে পড়তে নির্লিপ্ততা এসে পড়ে। সপ্তাহে একটি-দুটি নতুন সূরা বা আয়াত মুখস্ত করুন। হতে পারে বড় সূরার মাঝেই আপনার পছন্দের আয়াত। যেমন আয়াতুল কুরসি, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, সূরা আ-লি ইমরানের ২৭-২৮ নং আয়াত, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত, শেষ দশ আয়াত, সূরা মুমিনুনের প্রথম ১০ আয়াত। অর্থও জেনে নিন। নতুন জিনিসের প্রতি আগ্রহ বেশি থাকে। নতুন মুখস্ত করা সূরাগুলো আপনার আগ্রহ বাড়িয়ে দেবে সালাতে।

## ৬. দ্রুত, না ধীর: বেছে নিন

যখন একাকী সালাত আদায় করছেন, তখন সালাতকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করুন। তবে সালাতের ইমাম হিসেবে আবার তা করা ঠিক হবে না। আপনার মুসল্লিগণ যদি দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত আদায়ে আগ্রহী না থাকে, তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সালাতকে দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে সালাত দীর্ঘায়িত না করাই সুন্নাত। নিজের ইখলাসেও ঘাটতি দেখা দেবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে একাকী নফল সালাত আদায়ের সময় আপনি ইচ্ছামাফিক সালাতকে দীর্ঘায়িত করতে পারেন। রাহমাহ'র সরোবরে ডুব দিয়ে প্রশান্তি মেখে নিতে পারেন যতখুশি, যতক্ষণ ইচ্ছে। আবার দিনের বেলার সালাতে এবং তার আগে পরে আপনার যে পরিমাণ ব্যস্ততা থাকে, দিনের শেষে সন্ধ্যা পরবর্তী সালাতগুলোয় কিন্তু তা থাকে না। এসময় আপনি ঘরে ফিরে ধীরেসুস্থে জামাআতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। সুন্নাত

আদায় করে ফরযের অপেক্ষায় বসতে পারেন। মোট কথা আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতি ওয়াক্তের সালাত থেকে সর্বোচ্চ উপকারিতা হাসিলের চেষ্টা করা, নিজের সালাতের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটানো।

## ৭. নিশুতি রাতে একান্তে

গভীর রাতে সালাত যেন একাগ্রতার পেয়ালায় তৃপ্ত চুমুক। রাতের সুনসান নীরবতায় মহান রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার যে স্বাদ, তার কি কোনো তুলনা হয়? থাকে না ব্যস্ততার কোনো পিছুটান। সকলের অলক্ষ্যে বলে ইখলাসের পারদও থাকে ঊর্ধ্বমুখী। আটপৌরে চিন্তার যাবতীয় বোঝামুক্ত হয়ে মনের রোখ থাকে কেবলই সান্নিধ্যের পানে, নৈকট্যের পিয়াসে। স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের নিকট সবচেয়ে প্রিয় এ সময়ের সালাত। তাই তো এই মাহেন্দ্রক্ষণে মহান রব স্বয়ং পৃথিবী-সংলগ্ন প্রথম আসমানে অবতরণ করেন, নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের আরও নৈকট্যের অনুভূতি দেবার জন্য।[১৫]

নবিজির সালাতের বৈশিষ্ট্যই ছিল—দিনের সালাতে রুকু-সিজদাহ লম্বা, রাতের সালাতে কিরাআত লম্বা। সূরা মুযযাম্মিলে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে করেছেন ভালোবাসার আহ্বান—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا - نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا - أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا - إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا - إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا - إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا - وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

ভাবার্থ:

> *“ ও চাদরাবৃত! রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে বাকি সময় সালাতে দাঁড়াও। রাতের অর্ধেকটা (সালাতে দাঁড়াও) কিংবা অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা কমও হতে পারে। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর কুরআন পাঠ করো স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে। নিশ্চয়ই এক গুরুভার কালাম আমি তোমার ওপর নাযিল করতে যাচ্ছি (বিশ্বের বুকে যার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বভার অতি বড় কঠিন কাজ)। নিশ্চয়ই (তারই প্রস্তুতি হিসেবে) আত্মসংযমের জন্য বেশি কার্যকর এবং (কুরআন) স্পষ্ট উচ্চারণের বেশি অনুকূল হবে রাতে এই শয্যাত্যাগ। দিনের বেলায় তোমার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রয়েছে। কাজেই তুমি (রাতে) তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও।*

---

[১৫] বুখারি, ১১৪৫, সহীহ, তাহাজ্জুদ অধ্যায়; ইফাবা, ১০৭৯।